মসজিদ কাউন্সিল বার্তা

বর্ষ : ১৪ | সংখ্যা : ১ | মার্চ ২০২৫

MACCA

মসজিদ কাউন্সিল
ফর কমিউনিটি অ্যাডভান্সমেন্ট (এমএসিসিএ)

একনজরে মসজিদ কাউন্সিলের চলমান প্রকল্পসমূহ

- **চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম (CWP):** ইয়াতিম, অসহায়, ঠিকানাবিহীন, প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক শিশু প্রতিপালন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি।
- **জীবন-ঘনিষ্ঠ শিক্ষা:** প্রাক-প্রাথমিক, কিশোর-কিশোরী, বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের জন্য জীবন-ঘনিষ্ঠ শিক্ষা (কুরআন শিক্ষা) কর্মসূচি।
- **আদর্শগ্রাম প্রকল্প:** দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি।
- **টেইলরিং প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র:** উচ্চ শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত টেইলরিং প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র।
- **মা ও শিশুস্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি:** গ্রামীণ এলাকার অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মা ও শিশুসহ গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ সচেতনতামূলক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি।
- **মানবিক সহায়তাদান কর্মসূচি:** বিধবা, ইয়াতিম ও অতিদরিদ্র মানুষের মাঝে মাসিকভিত্তিতে খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি বন্যা, খরা, তীব্র শীতসহ যেকোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক সহায়তাদান ও পুনর্বাসন কর্মসূচি।
- **আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ প্রকল্প:** আর্সেনিক কবলিত গ্রামীণ এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
- **পরিবেশ উন্নয়নে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি:** পরিবেশের উন্নয়ন ও ভারসাম্য রক্ষায় চারা বিতরণ, বৃক্ষ রোপন, পরিচর্যা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি।
- **নূরুন্নেছা বিবি দাখিল মাদরাসা:** এলাকার দরিদ্র, অসহায় এবং মেধাবি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে নূরুন্নেছা বিবি দাখিল মাদরাসা।
- **মাসিক জিজ্ঞাসা পত্রিকা প্রকাশনা:** দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশনা।
- **শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:** মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গরীব, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মেধাবি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি ও শিক্ষা সহায়তাদান কর্মসূচি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- **আলোকিত শিশু প্রকল্প:** বস্তিবাসি ও ছিন্নমূল পথশিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ জীবন-ঘনিষ্ঠ শিক্ষা (কুরআন শিক্ষা) ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি।
- **নার্সারি প্রকল্প:** বিভিন্ন জাতের ফুল-ফলসহ ফলদ ও বনজ বৃক্ষের চারা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি।
- **মসজিদভিত্তিক মানবিক সমাজ বিনির্মাণ প্রকল্প।**
- **কর্জে হাসানা প্রকল্প:** অসহায় ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী ।

ভূমিকা

মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি অ্যাডভান্সমেন্ট (এমএসিসিএ) বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী ও ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত একটি মানবিক সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু। কোয়ার্টার সেঞ্চুরি পূর্ণ করে প্রতিষ্ঠানটি ২৬ বছরে পদার্পণ করেছে। এই দীর্ঘ পথ চলার সুযোগ দানের জন্য আমরা মহান প্রতিপালকের শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। এ প্রতিষ্ঠানটি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের মাধ্যমে সহিংস ও বিদ্বেষ মুক্ত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করছে।

এই দীর্ঘ পথচলায় আমরা সহযোগী হিসেবে পেয়েছি Muslim Aid (UK), USAID, UNICEF, The Asia Foundation, UNFPA, BRAC-এর মতো বিভিন্ন দেশিও এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে। এছাড়াও আমরা আমাদের সাথে পেয়েছি দেশ বরেণ্য ধর্মীয় ও আন্তঃধর্মীয় ধর্মগুরু এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে। মসজিদ কাউন্সিল সবসময় স্বপ্ন দেখেছে মূল্যবোধভিত্তিক শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিসম্পন্ন একটি মানবিক সমাজের।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ইয়াতিম, ঠিকানাবিহীন, প্রতিবন্ধী ও অসহায় শিশুদের প্রতিপালন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে মানবিক সংকট রোধ করা। নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক তৈরিতে ভূমিকা রাখা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার উন্নয়ন ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করা। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। ধর্মীয় সহিংসতা ও বিদ্বেষ প্রতিরোধে গ্রহণযোগ্য উদ্ভাবনীতে বিশেষ ভূমিকা রাখা। আমাদের এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমাদের প্রশিক্ষিত জনশক্তি, দেশবাসির আর্থিক সহযোগিতা ও দোয়ায় বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখবো ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ

জীবন-ঘনিষ্ঠ শিক্ষা প্রকল্প (LRE)

কুরআনুল কারিমের জ্ঞান ছাড়া মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি একেবারেই সম্ভব নয়। এছাড়া রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে কুরআন শিক্ষা দেয়"। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিসের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মসজিদ কাউন্সিল তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের অধীনে প্রাক-প্রাথমিক, কিশোর-কিশোরী, বয়স্ক মহিলা ও বয়স্ক পুরুষদের জন্য কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পড়ার মান নিশ্চিত করা লক্ষ্যে এ বছর ৭টি ব্যাচে ১১৩ জন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে মানিকগঞ্জ জেলায় ৭৪টি, রংপুর জেলায় ২০টি, লালমনিরহাট জেলায় ২০টি এবং কুড়িগ্রাম জেলায় ২০টিসহ মোট ১৩৪ টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। এ সকল কেন্দ্রে ৪০৫ জন কিশোর, ৯৯২ জন কিশোরী, ২৮৬৪ জন বয়স্ক মহিলা ও ৩৫ জন বয়স্ক পুরুষসহ সর্বমোট ৪২৯৬ জন শিক্ষার্থী নিবিড়ভাবে কুরআন শিক্ষা করছে।

এছাড়া ২০২৪ সালে সর্বমোট ৩৪টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১২০ জন বালক, ২০৩ জন বালিকা, ৪৫৫ জন মহিলা ও ৭৫ জন পুরুষসহ সর্বমোট ৮৫৩ জন শিক্ষার্থী সফলতার সাথে কুরআন শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করছেন।

আমরা এবার পরিচিত হব মানিকগঞ্জ জেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের বরংগোখোলা গ্রামের জনাব আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের সাথে। জনাব আব্দুল কুদ্দুস নিজের পাশাপাশি তাঁর পরিবারের ছয়জন সদস্য বিভিন্ন ব্যাচে কুরআন শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করেছেন। তারা হলেন বাম দিক থেকে বাড়ির কর্তা আব্দুল কুদ্দুস, তার স্ত্রী মনোয়ারা বেগম, বড় মেয়ে আসমা আক্তার, ছোট মেয়ে তাসলিমা আক্তার, নাতি হাফিজুর রহমান এবং সবশেষে নাতনী হাফসা আক্তার হিমা। এদের সবাইকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সফলতার সাথে কোর্স সমাপ্তের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

আদর্শগ্রাম প্রকল্প

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে আদর্শগ্রাম প্রকল্প। এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে হতদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুঁজি সংরক্ষণ ও পুঁজির সর্বোচ্চ ব্যবহার, বাজার ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ঝুঁকি নিরসনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন সেবা সংস্থার সাথে উপকারভোগীদের সেতুবন্ধন তৈরি করা, যার মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন সেবাসমূহ বিনামূল্যে গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এ প্রকল্পের উপকারভোগীরা যাকাত তহবিলের পুঁজি ব্যবহার করে নিজেদের জীবন-জীবিকা উন্নয়নে কাজ করছে। অধিক ফলনশীল বীজ ও অন্যান্য উপকরণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মসজিদ কাউন্সিলের মনিটরিং টিম নিয়মিত এসকল কার্যক্রম মনিটর করছে।

চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম (CWP)

হযরত সাহল বিন সাদ রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমি ও ইয়াতিম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব (তিনি তর্জনী ও মধ্য অঙ্গুলি

দিয়ে ইঙ্গিত করেন এবং এ দুটির মধ্যে সামান্য ফাঁক করেন)” (সহিহ বুখারি: ৫৩০৪)। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মসজিদ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিচালনা করে আসছে ইয়াতিম, অসহায়, ঠিকানাবিহীন ও প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিপালন ও পুনর্বাসন প্রকল্প ‘চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম’ বা CWP। এটি মসজিদ কাউন্সিলের একটি চলমান প্রকল্প। এখানে ছেলে, মেয়ে ও প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক পৃথক থাকা-খাওয়া ও মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত শিশুদের উন্নয়নের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। বর্তমানে আবাসিক ও অনাবাসিক মিলিয়ে প্রায় ৬৫ জন শিশু প্রতিপালিত হচ্ছে এবং এদের মধ্যে রয়েছে ১৭ জন প্রতিবন্ধী শিশু। বাকি ৪৮ জন শিশু বিভিন্ন শ্রেণিতে এবং বিভিন্ন সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে। এ সকল শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিতের পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

এ প্রকল্পে প্রতিপালিত ঠিকানাবিহীন শিশু মারিয়াম সুলতানা মিতু’র ‘জীবনের ঠিকানা’ খুঁজে পাওয়ার গল্প শুনবো

২৩ জুলাই ২০০৩। ঢাকার মিরপুরের পীরেরবাগ এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ‘মা’, ‘মা’ বলে অনবরত কেঁদে চলেছে ছোট্ট ফুটফুটে একটি মেয়ে শিশু। শিশুটির বয়স তখন আনুমানিক ২ বছর। ঐ রাস্তা দিয়ে অনেকের মতো হেঁটে যাচ্ছিলেন নিরব হোসেন নামে একজন পথিক। শিশুটির কান্না দেখে নিরবের পা আটকে যায়, ভীষণ মায়া হয় তার। তিনি আদর করে ‘কি হয়েছে’ জিজ্ঞেস করলে শিশুটি আরো চিৎকার করে কান্না করতে থাকে। একপর্যায়ে শিশুটি শুধু নিজের নাম ‘মিতু’ এটুকুই বলতে পারে। এর বাইরে আর কোনো তথ্য-ই সে দিতে পারে না। কিছু জিজ্ঞাসা করলে হয় কাঁদে নয়তো ফ্যালফ্যাল করে মায়াবি চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

জনাব নিরব হোসেন তাৎক্ষণাৎ আশেপাশে তার মা-বাবা ও অভিভাবকের সন্ধান করেন, তবে কাউকে না পেয়ে এক পর্যায়ে তিনি শিশুটিকে উদ্ধার করে তার হেফাজতে নিয়ে আসেন এবং শিশুটির অভিভাবকের সন্ধানে আশেপাশের প্রায় সব এলাকায় মাইকিং করেন। কেউ শিশুটির অভিভাবকত্ব দাবি করে সামনে এগিয়ে আসে না। এমন পরিস্থিতিতে তিনি স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করলে তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় জনাব নিরব হোসেন মসজিদ কাউন্সিল বরাবর

যোগাযোগ করেন। যাবতীয় অফিসিয়াল নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে এ শিশুটিকে মসজিদ কাউন্সিল পরিচালিত চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রকল্পে মারিয়ম সুলতানা মিতু নামকরণ করে বালিকা শাখায় ঠিকানাবিহীন আবাসিক শিশু হিসেবে ভর্তি করে।

সেই থেকে মারিয়াম সুলতানা মিতু এখানে প্রতিপালিত হতে থাকে। সে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা (মহিলা শাখা), টঙ্গী থেকে ২০১৭ সালে কৃতিত্বের সাথে দাখিল (এসএসসি) ও ২০১৯ সালে আলিম (এইচএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। মিতু এখানেই থেমে থাকেনি। তার অদম্য ইচ্ছায় সে ২০১৯-২০২০ শিক্ষা বর্ষে ইসলামিক অ্যারাবিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত ফাজিল (ডিগ্রি) পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৬৭ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। বর্তমানে সে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কামিল (মাস্টার ডিগ্রি) অর্জনের অপেক্ষায় রয়েছে।

মসজিদ কাউন্সিলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে মিতুকে বিবাহ দেওয়া হয়েছে। আলহামদুল্লিল্লাহ এক সময়ের ফুটফুটে ছোট্ট মিতু এখন নিজেই একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের গর্বিত জননী। মিতুর স্বামী আব্দুল হালিমও সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক পাস করে একটি সুনামধন্য এনজিও'র প্রধান কার্যালয়ে স্থায়ী কর্মী হিসেবে কর্মরত রয়েছে। ঠিকানাবিহীন মিতু স্বামী ও সন্তান নিয়ে বর্তমানে সুখী জীবন যাপন করছে। আর এসব সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর তাআলার অশেষ রহমত, মসজিদ কাউন্সিলের এ প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক প্রচেষ্টা আর মিতুর অদম্য ইচ্ছা।

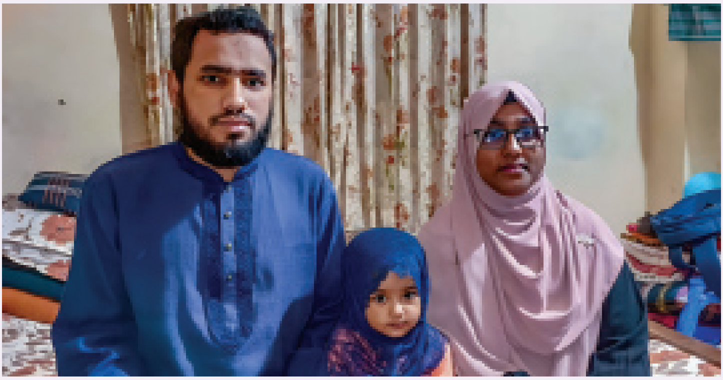

মিতুর গল্প এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি, আগামীতেও হবে না। কেনইবা হবে? মসজিদ কাউন্সিলের সাথে তো তার নাড়ির টান। আর এই নাড়ির টানের জন্যই মিতুর মত এখানে প্রতিপালিত রেশমা, নাসরিন, ফাতেমা ও আসমাকে প্রতিবছর একাধিকবার ঘটা করে নাইওর নেয়া হয় মসজিদ কাউন্সিলের চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রকল্পের বালিকা শাখায়। এর বাইরেও ওরা ওদের সুখে-দুঃখে বালিকায় শাখায় এসে নিজের মতো ২/৪ দিন কাটিয়ে যেতে পারে।

এরকম মিতুরা আমাদের সমাজে একসময় না একসময় হারিয়ে-ই যায়। কিন্ত আমাদের মারিয়াম সুলতানা মিতু হারিয়ে যায়নি বরং তার ভাষায়- সে খুঁজে পেয়েছে তার 'জীবনের ঠিকানা'। আলহামদুলিল্লাহ।

মা ও শিশুস্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধি

অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মা ও শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বর্তমানে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার পরিধি আগের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এখনও এ সেবার বাহিরে-ই থেকে যাচ্ছে। মসজিদ কাউন্সিল এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অসহায় মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার টার্গেট নিয়ে কাজ করছে। যাকাতের তহবিলে পরিচালিত এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের অধিকার নিশ্চিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার

শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের এমবিবিএস ডাক্তার ও প্যারামেডিক্সের মাধ্যমে চিকিৎসাপত্রসহ বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়। এসকল সেবার পাশাপাশি গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এবং কিশোরীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে কাউন্সিলিং সেবা ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রকল্প এলাকার ১৯৮ জন গর্ভবতী মা ও প্রসূতি মাকে কাউন্সিলিং সেবা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে।

দুর্যোগকালীন সময়ে মানবিক সেবা কার্যক্রম

মানবিক সেবার অংশ হিসেবে মসজিদ কাউন্সিলের উদ্যোগে বিধবা, ইয়াতিম, প্রতিবন্ধী ও অতিবৃদ্ধসহ ১৫৩টি অসহায় পরিবারের ৪৭২ জন সদস্যকে মাসিকভিত্তিতে সারা বছর ধরে খাদ্য সহায়তা (নগদ টাকা) প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে ২০২৪ সালে প্রতিমাসে প্রায় ৩,৫২,০০০ টাকা হারে সর্বমোট ৪২,২৪,০০০ টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। এটা একটি চলমান প্রকল্প। এছাড়া ২০২৪ সালে ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ, জরুরি খাদ্য সামগ্রী (প্যাকেট)

বিতরণ, বন্যায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে গৃহ নির্মাণের জন্য ২৬ বান্ডিল ঢেউ টিন এবং গৃহ নির্মাণর জন্য নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মানিকগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলায় পরিচালিত জীবন-ঘনিষ্ঠ শিক্ষা প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রায় ২০০০ পিস শীতবস্ত্র (হুডি, জ্যাকেট ও সোয়েটার) বিতরণ করা হয়েছে।

মননশীল ইসলামী মাসিক জিজ্ঞাসা প্রকাশনা

হাঁটি হাঁটি পা পা করে 'মাসিক জিজ্ঞাসা' নামক পত্রিকাটি ২০২৫ সালে ২০ বছরে (২০০৫-২০২৫) পদার্পণ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই দীর্ঘ সময় ধরে পত্রিকাটির মুদ্রণ সংস্করণ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। মসজিদ কাউন্সিল এ পত্রিকার মাধ্যমে সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিপরীতে পাঠকদের ইসলামের সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যার জন্য আলাদা আলাদা বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম নির্ধারণ করে দেশ বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদগণের প্রবন্ধ/নিবন্ধসহ বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ের উপর তথ্যভিত্তিক লেখা পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

টেইলরিং প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র

টেইলরিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এটি মসজিদ কাউন্সিলে একটি চলমান প্রকল্প। এ পর্যন্ত প্রায় তিন শতাধিক বেকার পুরুষ ও মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এ সকল জনশক্তির অধিকাংশই গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। চলতি বছরে (২০২৪ সালে) ২টি ব্যাচে ৪৭ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২৫ সালেও ২টি ব্যাচে ৫০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে এ প্রকল্পে একজন কাটিং মাস্টার-কাম-প্রশিক্ষকসহ প্রায় ২০ জন মহিলা পোশাক তৈরির কাজ করছে। ২০২৫ সালে পায়জামা, পাঞ্জাবী, সালাওয়ার, কামিজ ও ফতুয়াসহ বিভিন্ন আইটেমের প্রায় ৪০০০ পোষাক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটিকে লাভজনক করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দরগ্রাম পাইপড ওয়াটার সরবরাহ প্রকল্প

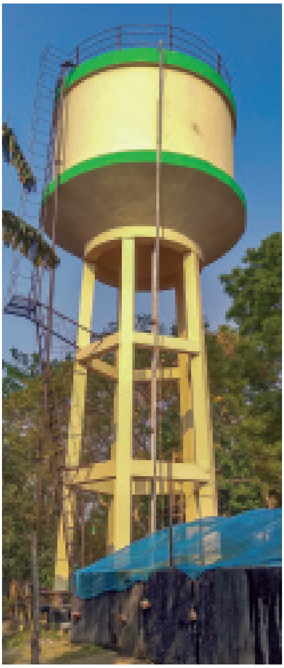

আর্সেনিক প্রবণ মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার দরগ্রামে স্থাপন করা হয়েছে আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প। এ প্রকল্পটি ২০০৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এটি মসজিদ কাউন্সিল ও বিশ্বব্যাংক-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত একটি প্রকল্প। বিশ্বব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় চারশতাধিক পরিবারকে নিয়মিত আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি খাওয়া ও রান্নাবান্নার কাজসহ অন্যান্য কাজে আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এলাকার সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে প্রতিনিয়ত এ প্রকল্পের চাহিদা বাড়ছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের গ্রাহক ৪৪০টি পরিবার এবং উপকারভোগী সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৯৫০ জন। পানিতে আর্সেনিক, আয়রণ ও অন্যান্য পদার্থসমূহের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নির্ধারিত সময় পর পর BUET/DHPE থেকে পানি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

নূরুন্নেছা বিবি দাখিল মাদরাসা

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মসজিদ কাউন্সিল পরিচালনা করছে নূরুন্নেছা বিবি দাখিল মাদরাসা। একটি আদর্শ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে মনোরম পরিবেশে পরিচালিত হচ্ছে এ মাদরাসাটি। বর্তমানে প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য এ মাদরাসটির পাঠদান দাখিল পর্যায়ে উন্নীত করা। এলাকার নিম্নবৃত্ত ও নিম্ন মধ্যবৃত্তদের চাহিদার আলোকে পরিচালিত হচ্ছে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। এ মাদরাসায় অধ্যয়নরত ১২৬ জন শিক্ষার্থী ২০২৪ সালে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

মসজিদ কাউন্সিল কমপ্লেক্স

বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সারাদেশে পরিচালিত কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে যাত্রাবাড়ির শনির আখড়ায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মসজিদ কাউন্সিল কমপ্লেক্স। এ কমপ্লেক্সে অবস্থিত নূরুন্নেছা বিবি দাখিল মাদরাসা, চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম (CWP)-এর বালক ও প্রতিবন্ধী শাখা এবং মীর নবাব আলী জামে মসজিদ। এর পাশাপাশি রয়েছে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের জন্য কুরআন শিক্ষার বিশেষ কোর্স। সারাদেশ থেকে বিভিন্ন কাজে ঢাকায় আসা সম্মানিত ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেবদের জন্য এখানে একটি মেহমানখানা নির্মাণের বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার পূবাইল উপজেলার বসুগাঁও এলাকায় ৩৫ শতাংশ জায়গা ক্রয় করা হয়েছে। সেখানেও একটি ইয়াতিমখানা ও আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

"তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং
রুকু'কারীদের সাথে রুকু' কর"

–সুরা বাকারা: ৪৩

যাকাতের খাতসমূহ

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত অন্যতম এক আর্থিক ইবাদত। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিককের উপর প্রতি বছর যাকাত প্রদান করা ফরয। যাকাত ফরয এমন ব্যক্তি যাকাত আদায় না করলে কবিরা গুনাহ হয়। কারণ, এতে আল্লাহ ও বান্দাহ উভয়ের হক নষ্ট করা হয়। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত আদায় না করা মারাত্মক অন্যায়। এতে ব্যক্তিগত, পরিবারিক ও সামাজিক জীবনে অকল্যাণ ও দূরাবস্থা নেমে আসে।

যাকাতের টাকা ইচ্ছে মতো ব্যয় করলে বা যে কাউকে দান করলেই তা আদায় হয় না। বরং শরিয়াহ নির্ধারিত খাতেই তা ব্যয় করতে হয়। পবিত্র কুরআনে সুরা তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে যাকাতের খাত নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, যাকাত আদায়ের খাত ৮টি। তা হল:

১. **ফকির:** এমন মুসলিম যিনি নিজের ও অধীনস্থদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো ঠিকমতো পূরণ করতে পারে না; বরং অভাব লেগে থাকাটাই যেন তার জীবনধারায় স্বাভাবিক। এর মধ্যে তারাও শামিল যারা নিজেদের দূরাবস্থার কথা মুখফুটে অন্যের নিকট বলতে পারেন না।

২. **মিসকিন:** যিনি বা যারা বিভিন্ন কারণে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েছেন- হোক তা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম। যেমন: রিক্তহস্ত ব্যবসায়ী, নদী ভাঙ্গনে নিঃস্ব, কর্মহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা বিধবা নারী, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ প্রভৃতি যাদের মূলত আয়ের কোনো নির্দিষ্ট উৎস নেই।

৩. **আমেলিন:** এমন মুসলিম যারা ধনীদের মাল-সম্পদ থেকে যাকাত ও উশর আদায় করে তা যথাযথ খাতে বণ্টনের কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, ধনী ও স্বচ্ছল ব্যক্তিও 'আমেলিন' হিসেবে যাকাত থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারবেন।

৪. মুআল্লাফাতুল কুলুব (চিত্ত জয় করার জন্য): নতুন মুসলিম যাদের ঈমান এখনও পরিপক্ক হয়নি অথবা ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন অমুসলিম যাদেরকে দ্বীন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যাকাত প্রদান করা। এ খাতের আওতায় দুস্থ নওমুসলিম ব্যক্তিদের যাকাত প্রদানের ব্যাপারে ফকিহগণ অভিমত প্রদান করেছেন।

৫. দাসমুক্তি'র কাজে: মুসলিম দাস বা দাসীদেরকে দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের 'মুক্তিপণ' বাবদ যাকাত প্রদান করা যাবে। এখন যেহেতু দাসপ্রথা স্বীকৃত নয়, সেহেতু এ খাত এখন প্রায় অকার্যকর তবে অন্যায়ভাবে কোনো নিঃস্ব বা অসহায় ব্যক্তি বন্দীত্বের স্বীকার হলে তাকে মুক্ত করার জন্যও যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৬. ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্তি'র কাজে: ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ঋণ মুক্তির জন্য যাকাত প্রদান করা। তবে শর্ত হচ্ছে, সেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট ঋণের পরিমাণ সম্পদ না থাকা। আবার কোনো কোনো আলেম এ শর্তারোপও করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোনো অবৈধ কাজে- যেমন: মদ কিংবা নাজায়েয প্রথা প্রতিপালন ইত্যাদির জন্য ব্যয় না করে।

৭. আল্লাহর পথে: সম্বলহীন মুজাহিদের যুদ্ধাস্ত্র/সরঞ্জাম উপকরণ সংগ্রহ এবং নিঃস্ব ও অসহায় গরিব দ্বীনী শিক্ষারত শিক্ষার্থীকে এ খাত থেকে যাকাত প্রদান করা যাবে। এ ছাড়াও ইসলামের মাহাত্ম ও গৌরব প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে যারা জীবিকা অর্জনে অবসর পান না এবং সেই সকল আলিম যারা দ্বীনী শিক্ষাদানের কাজে ব্যাপৃত থাকায় জীবিকা অর্জনে অবসর পান না, তারা অসচ্ছল হলে সর্বসম্মতভাবে তাদেরকেও এখাত থেকে যাকাত প্রদান করা যাবে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারায় বর্ণিত আছে যে, ''যাকাত এই সমস্ত লোকের জন্য যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফেরা করতে পারে না, যা না করার জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে" (সুরা বাকারা: ২৭৩)।

৮. অসহায় মুসাফির: যে সমস্ত মুসাফির অর্থ কষ্টে নিপতিত তাদেরকে মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হওয়ার মত এবং বাড়ি ফিরে আসতে পারে এমন পরিমাণ অর্থ যাকাত থেকে প্রদান করা যায়।

যাকাত আদায় হওয়ার অন্যতম শর্ত হল, যাকাতের মাল সম্পদ/অর্থগুলো প্রাপকের মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে। সুতরাং এমন কোনো জিনিস নির্মাণ বা ক্রয় কার্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যা শরিয়াহ মোতাবেক কাউকে মালিক বানিয়ে দেওয়া যায় না, এমন কাজে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না। যেমন: মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতিমখানা ইত্যাদি নির্মাণ করা কিংবা এগুলোর অসবাবপত্র ক্রয় করতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না (আদ-দুররুল মুখতার, হাসকাফি: ২/২৯১; তানবিরুল আবছার: ২/৩৪৪)।

আমাদের বিশেষ আবেদন

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা-সমূহ সুদৃঢ় করবেন"। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সুরা মুহাম্মদের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের লক্ষ্য করে এই যে আহ্বান জানিয়েছেন সে আহ্বানের প্রতি সাড়া দেওয়ার ন্যূনতম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৯৯ সালে মসজিদ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবিক কার্যক্রমের যাত্রা শুরু।

হে দ্বীনি ভাই ও বোনেরা!
আমরা কি আল্লাহ তাআলার এ ডাকে সাড়া দিতে পারি না?
নিশ্চয়ই পারি। কিভাবে?

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের মানবিক প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের পাশে দাঁড়াতে পারলে তা আল্লাহ তাআলাকে সাহায্যের-ই নামান্তর হবে। মসজিদ কাউন্সিল শুরু থেকে এ কাজটিই নিরলসভাবে করে আসছে।

তাই আসুন, মানুষের মানবিক প্রয়োজন মেটাতে মসজিদ কাউন্সিলের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করি। আপনার নিজের ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রদেয় যাকাত ও দান-অনুদান মসজিদ কাউন্সিল পরিচালিত মানবিক প্রকল্পগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় দান করি।

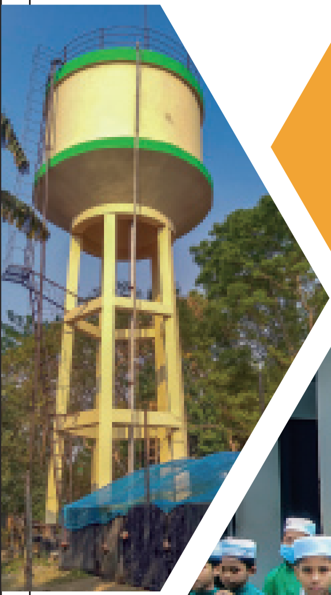

যোগাযোগের ঠিকানা

মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি অ্যাডভান্সমেন্ট (এমএসিসিএ)

বাড়ি: ৯০ (২য় তলা), লেক ড্রাইভ রোড, সেক্টর- ৭, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০

ফোন: +8801 733 067 268 I + 8801819 216 975

E-mail: masjidcouncil@gmail.com, Website: masjidcouncil.org

হিসাব শিরোনাম: **মসজিদ কাউন্সিল**, MSA: 20502070201026208
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএসসি, উত্তরা শাখা, ঢাকা- ১২৩০

বিকাশ ও নগদ নম্বর: 01758 337 664 বিকাশ (ব্যক্তিগত)

- **মসজিদ কাউন্সিল আঞ্চলিক কার্যালয়,** মসজিদ কাউন্সিল কমপ্লেক্স, ৮৯৫ বাগানবাড়ি, বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম সড়ক, দনিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১৩৬২। ফোন: 01733 067 262।
- **মসজিদ কাউন্সিল আঞ্চলিক কার্যালয়,** বান্দুটিয়া বাগান বাড়ি, মানিকগঞ্জ, ফোন: 01733 067 267।